এক আদ্যন্ত ভারতীয় লেখক

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

মেয়েটি রাস্তার কল থেকে জল নিতে আসত। চমৎকার ছিপছিপে লম্বা পঞ্চদশী কিশোরী। যুবাটি দেখামাত্র তার প্রেমে পড়ে গেল। তখন, ১৯৩৩-এর সমাজে প্রেম এত জলভাত ছিল না, মেয়েদের সঙ্গে চট করে কথা কওয়া বা মেশাও ছিল না সহজ কাজ। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে। যুবকটি লাজুক, মুখচোরা। ......দক্ষিণ ভারতে সেই ত্রিশের দশকে বিয়ে কি সহজ ব্যাপার ছিল? কিন্তু ছেলেটির দুর্বার প্রেম সব বাধা টপকে গেল। সুতরাং নাগেশ্বর আয়ারের মেয়ে রাজমের সঙ্গে রসিপুরম কৃষ্ণস্বামী নারায়ণস্বামীর বিয়ে হয়েও গেল, কোয়েম্বাটুরে, ১৯৩৪ সালের পয়লা জুলাই। পাত্রের বয়স আঠাশ, পাত্রীর ষোলো। রাজম--অর্থাৎ পাত্রী ইঞ্চি দুয়েক লম্বা ছিলেন নারায়ণস্বামীর চেয়ে। কিন্তু তাতে তাদের প্রেমের জোয়ারে ভেসে যেতে বাধা হয়নি। দাম্পত্য সুখ শতগুণে বাড়িয়ে ১৯৩৬-এ তাঁদের মেয়ে হেমবতীর জন্ম। সব ভাল যার শেষ ভাল। শেষটা ভাল গেল না অবশ্য। ১৯৩৯-এ নারায়ণস্বামীকে এক দুর্ভেদ্য একাকিত্বের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে টাইফয়েড় রোগে দেহ ছাড়লেন রাজম। আর সেই শোকে পাগলপারা নারায়ণস্বামী প্রয়াতা স্ত্রীর আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হন্যে হয়ে উঠলেন। আশ্রয় নিলেন প্রেতচর্চারও। লেখালেখি চুলোয় গেল, মনের সেই বিপর্যস্ত অবস্থায় বেঁচে থাকাই তখন অর্থহীন। তবু ছোট্ট হেমবতীর প্রতি আকর্ষণ আর বোধহয় আত্মশক্তির ওপর আস্থাই ওই ভয়ঙ্কর শোকের অন্ধকার সময়টি পার হতে সাহায্য করেছিল তাঁকে। আর ওই শোকের ও উত্তরণের বিবরণ পরে লিপিবদ্ধ হয়ে জন্ম দিয়েছিল এক অসামান্য উপন্যাসের, দি ইংলিশ টিচার (১৯৪৫)। গ্রাহাম গ্রিন তাঁর বিশাল নামটি পছন্দ করেননি। বলেছিলেন, সাহেব-মেমরা অত বড় নাম মনে রাখতে পারবে না। একটু কেটেছেঁটে নামটা দাঁড়াল আর কে নারায়ণ। বিদেশের পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার্থেই নারায়ণস্বামীর নারায়ণ হওয়া। গ্রাহাম গ্রিনের সস্নেহ অভিভাবকত্ব মেনেই নিয়েছিলেন। আর গ্রিন তাঁর জন্য কম

করেননি। কারণ গ্রিন মনে করতেন, তাঁর যুগে আর কে নারায়ণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্যতম। তাই ছাপবার আগে আর কে নারায়ণ তাঁর লেখার পাণ্ডুলিপি সটান পাঠিয়ে দিতেন গ্রিনের কাছে, আর গ্রিন তা সযত্নে সংশোধন করে দিতেন, প্রকাশক ঠিক করে দিতেন। প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটবার আগেই তাঁদের মধ্যে এক অদ্ভুত বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। আর দুজনের এই সেতুবন্ধ রচনায় সাহায্য করেছিল নারায়ণের ইংল্যান্ডবাসী বন্ধু কিট্টু পূর্ণ। নারায়ণের পাণ্ডুলিপি নিয়ে সে-ই গ্রাহাম গ্রিনের কাছে যায় এবং পাণ্ডুলিপি পড়েই লেখকের জাত চিনতে পারেন গ্রিন। অথচ রসিপুরম কৃষ্ণস্বামীনারায়ণস্বামীর ইংরিজিকে লেখার মাধ্যম হিসেবে বেছে নেওয়ার কথাই নয়। পড়াশুনোয় তেমন ভাল ছিলেন না, মনোযোগও ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষাতেও কৃতকার্য হননি। চরিত্রে, ব্যবহারে, আচরণে প্রাচীন গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের উত্তরাধিকার বহন করেছেন বরাবর। সকালে গায়ত্রী জপ না করে জলগ্রহণ করেননি কখনও। আর তাঁর লেখার বিষয়ও একান্তই ভারতীয়। মর্মে মর্মে হিন্দু, ধর্মপ্রাণ, রক্ষণশীল এই মানুষটির প্রাচীন মূল্যবোধ কখনও কোনও মতবাদের দ্বারাই টাল খায়নি। সম্ভবত তাঁর লেখায় হিন্দু ধর্মের প্রবল উপস্থিতি টের পেয়েই একদা তাঁর নিউইয়র্কে অবস্থানকালে প্রখ্যাত অভিনেত্রী গ্রেটা গার্বো তাঁর কাছে এসেছিলেন ধ্যান শিখতে। অপ্রস্তুত নারায়ণ তাঁকে নিরাশ করেন বটে, কিন্তু তাঁর লেখার প্রভাব কতদূর গড়িয়েছে তা টের পেতে তাঁর দেরি হয়নি। লেখার মাধ্যম ইংরিজি হলেও আর কে নারায়ণের লেখায় ভারতের আত্মাই জাগ্রত ছিল। এ যুগে নানা ভাবধারার ঘাতপ্রতিঘাত তাঁর ভারতীয়ত্বে, তাঁর ধর্মে, তাঁর বিশ্বাসে আঁচড়ও দিতে পারেনি। এই ব্যক্তিত্বের নিরিখেই তাঁর লেখাগুলির বিচার হয়েছে এবং সেই বিচারে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তিনি পেয়েছেন সম্মান ও সমাদর। নোবেল প্রাইজের জন্যও তাঁর নাম বিবেচিত হয়েছিল। তৎকালীন মাদ্রাজে তাঁর জন্ম আজ থেকে চুরানব্বই বছর আগে। ১০ অক্টোবর, ১৯০৬। বাবার শিক্ষকতার সূত্রে তাঁর পুরো পরিবারই চলে গিয়েছিল মহীশূরে। তিনি মানুষ হচ্ছিলেন মাদ্রাজে তাঁর দিদিমার কাছে। লেখাপড়ায় আগ্রহ কম ছিল, পড়াশুনোয় তাই কৃতী ছিলেন না। ১৯২২-এ বাবার কর্মস্থল মহীশূরে চলে আসেন আর এইখানেই অঙ্কুরিত হয় তাঁর লেখকসত্তা। আর কে নারায়ণ ঠিক নাগরিক লেখক ছিলেন না। তাঁর অধিকাংশ গল্প উপন্যাসেরই পটভূমি মালগুড়ি নামের একটি কল্পিত আধা-শহর আধা গঞ্জ। এই কল্পনার সূত্রটিও ছিল ভারি অদ্ভুত। তিনি কল্পচক্ষে একদিন, নিতান্তই কিশোর বয়সে, একটি রেল স্টেশনকে দেখতে পান আর তার নামটিও। ওইভাবেই মালগুড়ি নামক স্থান জন্ম নেয়, যার কাছেপিঠেই ছিল অরণ্য এবং মাঠঘাট। মালগুড়ির বিচিত্র সব মানুষ আর ঘটনাই তাঁর বিবিধ রচনার উপজীব্য। সবটাই যে কাল্পনিক, এমন নয়। কল্পনার মালগুড়ি ও

মানুষজনকে বাস্তবের চেয়েও ব্যস্তব ও সত্য করে তোলার জাদুস্পর্শ তাঁর কলমে ছিল । মাত্র পনেরোটি উপন্যাস লিখেছেন তিনি, এবং অনেক ছোট গল্প । প্রবন্ধ-নিবন্ধাদিও কম লেখেননি । খানিকটা গ্রাহাম গ্রিনের সহায়তাতেই তাঁর উপন্যাস 'স্বামী অ্যান্ড ফ্রেন্ডস' বিলিতি প্রকাশক পেয়ে যায় । পরে একে একে প্রকাশিত হয় 'দি ব্যাচেলর অফ আর্টস' এবং 'দি ডার্ক রুম' । উপন্যাসগুলি বিদগ্ধ মহলে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেছিল । গ্রাহাম গ্রিনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অব্যাহত ছিল । তাঁর লেখার অনুরাগীদের মধ্যে সমারসেট মম, ই এম ফস্টার, এইচ ই বেটস, প্রমুখ অনেকেই ছিলেন । তাঁর মহীশূরের জীবনযাত্রা ছিল সাদামাটা এবং সহজ সরল । নারায়ণ আর বিয়ে করেননি, যৌথ পরিবারের সহায়তায় মেয়েকে নিজেই মানুষ করেন । জীবনের শেষ পর্বে মেয়েও মারা যাওয়ার নারায়ণ আবার শোকাভিভূত হন । আর কে নারায়ণের মনোভূমি তৈরি হয়েছিল নানা উপকরণের মাধ্যমে । ছেলেবেলায় দিদিমার কাছে শোনা নানা গল্প কাহিনী এবং পরে তামিল সাহিত্য, শেকসপিয়রের রচনা এসবই তাঁর ভবিষ্যতের জীবন নির্ধারিত করে দেয় । চাকরি করার চেষ্টা করেও পেরে ওঠেননি । একবার শিকক্ষতা করতে গিয়ে রণে ভঙ্গ দেন, কিছুদিন সাংবাদিকতাও করেছেন । ১৯৮৫-তে তিনি রাজ্যসভার সদস্য হন । ১৯৬৪-তে পান পদ্মভূষণ। 'গাইড' উপন্যাসের জন্য পান সাহিত্য আকদেমি পুরস্কার । আর পেয়েছেন রয়াল সোসাইটি অফ লিটারেপচারের আর্থার ক্রিস্টোফার বেনসন পুরস্কার । — তাঁর লেখায় দার্শনিকতা ছিল, গভীর আত্মানুসন্ধান ছিল, ছিল মানুষে মানুষে সম্পর্কের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ, আবার প্রবল রসবোধ, হিউমার, মজাও বড় কম ছিল না । সব মিলিয়ে নারায়ণ এক অসামান্য লেখক । 'গাইড' উপন্যাসটি হিন্দিতে সিনেমা হয়েছিল । সেটি প্রভুত জনপ্রিয়তাও লাভ করে । কিন্তু কাহিনীর সংবেদনশীলতা ছিল অন্য জায়গায় । সামান্য একজন গাইড — যাকে অবিমিশ্র ভাল লোক বলা যায় না, সেও একটি অসামান্য আত্মত্যাগের ভিতর দিয়ে এক আধ্যাত্মিক উত্তরণের পথ পেয়ে গেল । তার মৃত্যু এক মহান অমৃতেরই বার্তা বহন করে আনে । নারায়ণ এই সামান্যের ভিতর দিয়েই অসামান্যকে ধরার চেষ্টা করেছেন । ভারতীয় জীবনদর্শনের ভিতর যে-মহান জীবনবোধ নিহিত রয়েছে নারায়ণ তা গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। 'মালগুড়ি ডেজ' নামক গ্রন্থের বিভিন্ন কাহিনী নিয়ে তৈরি হয়েছে টি ভি সিরিয়ালও । বিচিত্র মানুষ, অদ্ভুত বাতাবরণ এবং মজাদার বা করুণ ঘটনার ভিতর দিয়ে সেই রাজ্যের দরজা খুলে দিলেন নারায়ণ, সেখানে সবাই যে আমাদের চেনা মানুষ তা নয় । কিন্তু সেই বিচিত্র মানুষের মধ্যে আমরা যেন নিজেদেরও খুঁজে পাই । জীবনের শেষ দিকে মহীশূরের বাস উঠিয়ে নিজের মেয়ে, নাতিনাতনিদের কাছাকাছি থাকবেন বলে তিনি চেন্নাইতে ফিরে আসেন । নাতি নাতনিরও ছেলেপুলে হয়েছে, এদের সঙ্গ

নারায়ণের কাছে অতীব প্রয়োজন ছিল । হিন্দু-পুরাণাদি নিয়ে তাঁর দুটি রচনা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে । একটি 'গডস, ডেমনস অ্যান্ড আদারস' এবং 'মহাভারত' । আর কে নারায়ণ চমৎকার বীণা বাজাতেন । স্ত্রী রাজমের মৃত্যুর পর যখন তিনি শোকে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েন তখন দুটি জিনিস তাঁকে ওই অন্ধকার সময়ে আলো দেখিয়েছিল । এক হচ্ছে সঙ্গীত এবং দুই হচ্ছে তাঁর মেয়ে হেমবতী । লেখালেখি প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন তখন । কিন্তু প্রবল আত্মশক্তি এবং জীবনের প্রতি দায়বোধ থেকেই তিনি সেই ভয়ঙ্কর সময় কাটিয়ে উঠেছিলেন । ৯৪ বছর বয়সে রসিপুরম কৃষ্ণস্বামী নারায়ণস্বামী প্রয়াত হলেন । ভারতীয় সাহিত্যে ঠিক তাঁর মতো আর কেউ রইলেন না । ভারতকে এবং ভারতের আত্মাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার যে-প্রয়াস তিনি করেছিলেন তার উত্তরাধিকারও কেউ বহন করবেন কি না কে জানে । আমরা তাঁকে প্রণাম করি ।

कौशिकी भाग-2 (बंगला) : कक्षा-10 के लिए

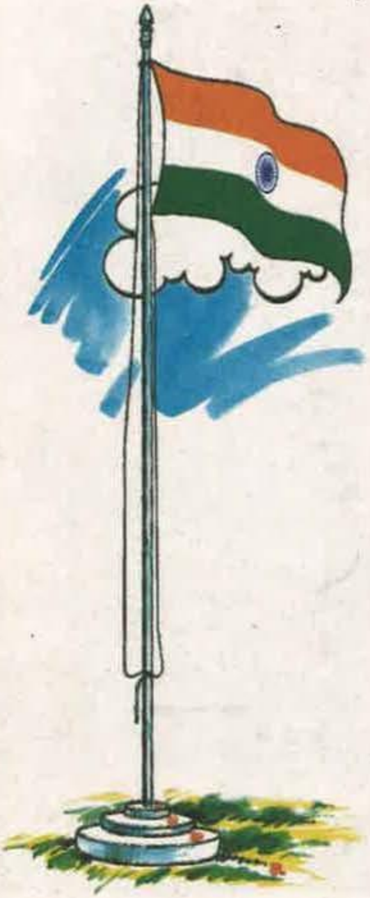

জাতীয় - সঙ্গীত

জন - গণ - মন অধিনায়ক জয় হে,
ভারত - ভাগ্য - বিধাতা।
পঞ্জাব - সিন্ধু - গুজরাত - মরাঠা,
দ্রাবিড় - উৎকল - বঙ্গ।
বিন্ধ্য - হিমাচল - যমুনা - গঙ্গা,
উচ্ছল - জলধি - তরঙ্গ।
তব শুভ নামে জাগে,
তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয় গাথা।
জন - গণ- মঙ্গলদায়ক জয় হে,
ভারত - ভাগ্য - বিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয় জয় হে।

बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, बुद्ध मार्ग, पटना-1
BIHAR STATE TEXTBOOK PUBLISHING CORPORATION LTD., BUDH MARG, PATNA-1

आवरण मुद्रण : संजयश्री ऑफसेट प्रिन्टर्स, पटना-4